প্রশ্নী

রঞ্জন লাহিড়ী প্রযোজিত

প্রক্সি

অনিন্দিতা চিত্রম নিবেদিত

চিত্রগ্রহণ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দীনেন গুপ্ত**

সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

কাহিনী ও গীতরচনা : **গৌরী প্রসন্ন মজুমদার** ॥ সম্পাদনা : **রমেন ঘোষ** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **সূর্য চট্টোপাধ্যায়** ॥ শব্দ গ্রহণ : **জে, ডি, ইরানী** ॥ রূপসজ্জা : **মনোতোষ রায়** ॥ সাজসজ্জা : নিউ কর্নওয়ালিস ব্যবস্থাপনা : **সুধীর রায়** ॥ স্থির চিত্র : স্টুডিও বলাকা ॥ পরিচয় লিখন : রতন বরাট ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : **জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়** ॥ দৃশ্য অঙ্কন : নব কয়াল ॥ অন্তদৃশ্য গ্রহণ : ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : রেকর্ডিং সেন্টার (বোম্বাই), মেহবুব স্টুডিও (বোম্বাই), ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ (কলিকাতা) ॥ কর্মাধক্ষ : যোগী মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচার : কল্যানী দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥

কণ্ঠ সঙ্গীত : **লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কিশোরকুমার** ॥

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : তপন চট্টোপাধ্যায়, অধীর ভট্টাচার্য ॥ চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর গুহ, সমিদ বসু, ভাগা জানা ॥ সম্পাদনায় : উজ্জল নন্দী, দুর্লভ কুমার ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : ভি. বালসারা, সমরেশ রায়, পরিমল সেন, অজিত চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : অনিল পাইন, লক্ষণ নায়ক ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার, কার্তিক দাস ॥ রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ মানিক ॥ আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, দেবেন দাস, শঙ্কর, সুখরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, মংরু কুরমী, নারায়ণ চক্রবর্তী ॥ দৃশ্য সজ্জায় : ক্ষেত্র নায়ক, চরণ সাঁই, প্রহ্লাদ জানা ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : ভোলা সরকার, পাঁচু গোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী ॥ রসায়নাগারে : অনিল মোহান্ত, পঞ্চানন সরকার, রঞ্জিত গঙ্গোপাধ্যায়, বাবুল বকসী, চণ্ডী শীল, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক দে, প্রদীপ মোহান্ত ॥ প্রচার অঙ্কনে : ডিজাইন, রতন বরাট, পালিত, এ, কে, কনসার্ন, ব্লক কনসার্ন, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ প্রচারে : বারীন ঘোষ এম এ., ধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল এম.এ. ॥

॥ রূপায়ণে ॥

অপর্ণা সেন, রঞ্জিত মল্লিক, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, ছায়া দেবী, শিপ্রা মিত্র, অনুপ কুমার (বোম্বাই), শিবানী বসু, গীতা প্রধান, ডলি বাগচী, সর্বানী ঘোষাল, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, সতু মুখোপাধ্যায়, ননী গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ লাহিড়ী, সুশীল দাস, বাচ্চু গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যাম বড়ুয়া, সুধীর রায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী চক্রবর্তী, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক গঙ্গোপাধ্যায়, অপু, খোকন, রতন, তাপস প্রভৃতি ॥

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনা : **এস, বি, ফিল্মস**

১৫, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭২।

ASHOKE DEY.

শ্রী-অশোক-কুমার-দে, ৩৯/২, মতিলাল-মল্লিক লেন, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫

কাহিনী

ছেলেবেলায় মা-বাপ হারানো যমজ ভাই অরুণ ও তরুণ মানুষ হয়েছে মাতৃস্বরূপা পিসিমার স্বস্নেহ আদর-যত্নে। চেহারায় অসম্ভব সাদৃশ্যের দরুণ দুজনার মধ্যে কে অরুণ আর কেই বা তরুণ তা বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে ওঠে হামেশাই। পেশাগত পার্থক্য ছাড়া দু ভাই-এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না বললেই চলে। তরুণ রায় ইঞ্জিনিয়ার, আর স্বনামধন্য গায়ক হলো অরুণ। রেডিও, রেকর্ড, ফাংশান, কোথায় নয়; সর্বত্র অরুণ রায়ের সমান খ্যাতি, জয়জয়কার, অগণিত ভক্ত তার।

ঠিক এমনি এক গুণমুগ্ধ ভক্ত হল চিত্রশিল্পী গীতাঞ্জলি চৌধুরী। গীতাঞ্জলির বহুদিনের সাধ—নিজের হাতে আঁকা অরুণ রায়ের একটি প্রতিকৃতি স্বয়ং শিল্পীকে সে স্বহস্তে উপহার দেয়। উত্তরপাড়ার এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সেই স্বপ্ন আশা পূরণের উদ্দেশ্যে আজ হাজির হয়েছে গীতাঞ্জলি।

অথচ এ কি বিপর্যয়! অরুণ রায়ের দুই চ্যালা ব্যোমকেশ এবং অনাথ গায়ক অরুণ রায়কে যেভাবে আগলে রেখেছে তাতে সামনা সামনি উপস্থিত হওয়াই তো এক মুশকিল ব্যাপার। তাই আলাপ করার সুযোগ মেলে না। কোন মতে ছবিখানা শুধু শিল্পীর হাতে পেঁৗছে দিতে পেরে গীতাঞ্জলিকে তৃপ্ত থাকতে হয় অগত্যা।

এদিকে সংবাদ আসে—বিলেত থেকে তরুণের প্রত্যাবর্তনের। সহস্র কাজের মধ্যেও অরুণ সময় করে গাড়ী নিয়ে ভাইকে রিসিভ করবার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

যথাসময়ে গাড়ী ইন করে প্লাটফর্মে। অথচ গাড়ী থেকে নামামাত্র তরুণকে দেখেই উপস্থিত যাত্রীসাধারণের মধ্যে তীব্র গুঞ্জন শুরু হয়। বিস্ফারিত নেত্রে তরুণকে দেখতে থাকে সবাই। তরুণ বুঝতে পারে এ তার নিজস্ব সাফল্যের শুভেচ্ছা বা পুরস্কার নয়। উপস্থিত যাত্রীরা ওকে গায়ক অরুণ রায় ভেবেই এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। মনে মনে অরুণের এই বিপুল খ্যাতির কথা ভেবে তরুণ গর্ব বোধ করে।

চেহারার সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হবার পালা এবার গীতাঞ্জলির। নির্দ্বিধায় সে তাই তরুণকে অরুণ ভেবে নেয় এবং একরকম জোর করেই ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছেয় নিজের গাড়িতে তরুণকে বাড়ী পর্যন্ত লিফট্ দেয়। ফলে অসময়ে অকুস্থলে পেঁৗছে নিরাশ অরুণকে অগত্যা ফিরতেই হয়।

ওদিকে যমজ বোন মিতা, গীতার মুখে অরুণ রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে কারণ গায়ক অরুণ রায়কে মিতাও দেখেছে বহুবার।

অথচ তরুণ কোলকাতায় আসার পর থেকে অরুণের গুণমুগ্ধ স্তাবক ও দর্শকবৃন্দও ভুল করতে শুরু করেছে পদে পদে।

মিতাও তাদেরই একজন। নইলে এক যুবতী আত্মীয়াকে নির্লজ্জের মত লিফ্‌ট্ দেবার ব্যাপারে অরুণ না করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করেই গুণমুগ্ধ গীতাকে তা কেনই বা সে জানাতে গেল।

কিন্তু ততদিনে গীতা ও অরুণের ঘনিষ্ঠতা সংশয়ের উর্দ্ধে উঠে গিয়ে হয়েছে গাঢ় থেকে গাঢ়তর। তখন প্রেম চলেছে পরিণয়ের পথে ধাবিত হতে। অরুণের মনপ্রাণ সমগ্র সত্তা জুড়ে তখন বিরাজ করছে একমাত্র গীতা। অরুণের সস্নেহ চেষ্টায় গীতা আজ টেলিভিসিয়নের গায়িকা।

নিজের ফাংশান, রেকর্ডিং, রেডিও প্রোগ্রাম—সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে অরুণ নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে দেখে ওর দুই চেলা ব্যোমকেশ এবং অনাথ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তৎপর হয়ে ওঠে এর একটা কিছু বিহিত করতে।

অরুণের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ব্যক্ত করে ভাই তরুণকে অরুণের হয়ে গীতার প্রেমে প্রক্সি দিতে রাজী করায় ওরা। ভাই এর অর্জিত খ্যাতির হঠাৎ অপমৃত্যু রোধ করবার জন্য পরম উৎসাহে তরুণ সম্মতি দিয়ে বসে।

শুরু হয় প্রক্সির পালা। এক চরম ভ্রান্তিবিলাস। মিতাকে গীতা ভেবে অরুণ মজে গভীর প্রেমে। আর প্রক্সি দিতে গিয়ে তরুণ ডুব দেয় গীতার অগাধ ভালবাসার অতলে।

কিন্তু কতদিন চলবে মিথ্যেকে আঁকড়ে এই প্রেমপ্রেম খেলা? কে বলবে তা। অরুণ কি তার প্রকৃত প্রেমিকাকে ফিরে পাবে না? যদি তাই হয়—তাহলে মিতা অরুণের প্রেমের শেষ পরিণতি কোথায়?

দৃষ্টি সজাগ রাখুন। মনযোগ দিন রূপোলী পর্দায়। খুঁজে নিন যথার্থ উত্তর।

আ—আ
যদি কেউ ডেকে বলে, কি চাও তুমি,
তাজমহল না, কৃষ্ণের বাঁশী
আমি যে বলবো তাকে, শুধু চাই একটি দোতারা
আর বাউলের হাসি ॥
কোন বাদশার জলসাঘরে নয়,
যেখানে ফুল আর ভ্রমরের গানে গানে
কানাকানি হয়।
কোন বাদশার জলসাঘরে নয়,
যেখানে ফুল আর ভ্রমরের গানে গানে
কানাকানি হয় ॥
তাই আমি সেখানেই ছুটে গিয়ে
সেই সুরে, মন ভরে আসি।
আমি চাই বাউলের হাসি।
যেখানে কাঁখের কলসে ঠুন ঠুন বোল বাজে
চুড়ির আঘাতে
সেই সুরে মনটাকে চাই যে জাগাতে।
যেখানে কাঁখের কলসে ঠুন ঠুন বোল বাজে
চুড়ির আঘাতে,
সেই সুরে মনটাকে চাইযে জাগাতে ॥
শুধু চায় যে ময়ূর হতে মন, চাইনা ময়ূর পঙ্খী
চাইনা ময়ূর সিংহাসন।
ঘুম নামে শিশুর চোখে, যে গান শুনে
সেই শুধু, শুধু ভালবাসি ॥
যদি কেউ ডেকে বলে কি চাও তুমি
তাজমহল না কৃষ্ণের বাঁশী
আমি যে বলবো তাকে শুধু চাই একটি দোতারা
আর বাউলের হাসি ॥

আ—আ—
যখন তোমার গানের সরগম,
আমার কণ্ঠে খেলে যায়।
ধা-নি সারে, ধামা মাগা, পা গা রে সা
যখন তোমার গানের সরগম
আমার কণ্ঠে খেলে যায়।
মনে হয় তুমি ধ্বনি, আমি প্রতিধ্বনি,
প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি
সে গান আকাশ পারে তারার প্রদীপ
জেলে যায়,
সে গান আকাশ পারে তারার প্রদীপ
জেলে যায়।
যখন তোমার গানের সরগম,
আমার কণ্ঠে খেলে যায় ॥
তোমার কাছেই শেখা এই গান দিয়ে
আ— আ—
তোমার কাছেই শেখা এই গান দিয়ে
তোমাকে যে পেতে চাই সব প্রাণ দিয়ে
তোমার কাছেই শেখা এই গান দিয়ে,
তোমাকে যে পেতে চাই সব প্রাণ দিয়ে।
বৈশাখ, মাটিতে আমার,
তোমার গানের মেঘ ছায়া ফেলে যায়
যখন তোমার গানের সরগম
আমার কণ্ঠে খেলে যায় ॥

এতো গান নয়, এই সুর এই ভাষা
এ যে আমার প্রাণের ভালবাসা।
এতো গান নয়, এই সুর, এই ভাষা
এ যে আমার প্রাণের ভালবাসা।
স্বরলিপি তুমি মোর, কথা সুর তুমি,
আ— আ— আ—
স্বরলিপি তুমি মোর কথা সুর তুমি
এ গান আমায় বলে নও দূর তুমি,
স্বরলিপি তুমি মোর, কথা সুর তুমি
এ গান আমায় বলে নও দূর তুমি।
সুর ভরা গানে যে আমার সাত রঙে রামধনু
রঙে ঢেলে যায়
যখন তোমার গানের সরগম
আমার কণ্ঠে খেলে যায়।
মনে হয় তুমি ধ্বনি, আমি প্রতিধ্বনি
যখন তোমার গানের সরগম
আমার কণ্ঠে খেলে যায়।

৩

কিছু পেলাম আমি তোমার কাছে
যা আমার নেই, সে-তো তোমারই আছে
হয়তো এটুকু দেখে বলে, তুমি এলে
জীবন প্রদীপ দিলে জেলে,
সূর্য্য ছাড়া কখোনকি
বলো সূর্য্যমুখী বাঁচে।
কিছু পেলাম আমি তোমার কাছে
যা আমার নেই সেতো তোমারই আছে।
হয়তো এটুকু দেখে বলে তুমি এলে
জীবন প্রদীপ দিলে জেলে,
সূর্য্যছাড়া কখোনকি
বলো সূর্য্যমুখী বাঁচে ॥ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ॥

ফুল যদি সুন্দর হয়, তুমি যেন সুন্দর আরো
চাঁদ যদি সুন্দর হয়,
তুমি যে তাকেও হারাতে পারো
ভাবিনি কখনও তোমাকে এত কাছে পাবো
তোমার হৃদয়ে মিশে যাবো
গান দিয়ে বেঁধে রাখি,
যদি ভুলে যাও পাছে ॥
কিছু পেলাম আমি তোমার কাছে
যা আমার নেই সে তো তোমারই আছে
হয়তো এটুকু দেবে বলে তুমি এলে
জীবন প্রদীপ দিলে জেলে।
সূর্য্য ছাড়া কখনোকি বলো, সূর্য্যমুখী বাঁচে
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ

৪

ওরে ওরে, ওরে ওরে ওরে, বাঁচা, বাঁচা
কি মুস্কিল মে পড়গিয়া প্রভু উ হু হু উ
হি হি হি হি হি হি হি হি হি
কি করে বোঝাই তোদের গানেরই
গ জানিনা, আ আ আ

ছেড়ে দেরে কেঁদে বাঁচি বেসুরো সুর মানিনা।
ওরে চাস কি পাগল হয়ে যাইগো বাঁচি।
ওমা, ওমা ওমা, বাঁচা, বাঁচা, আইয়োয়ো রিরি
রিরি রিরি রিরিরি রিরি রিরিরি রিরিরি রি।

সারি সারি গাছ, কচি কচি পাতা,
কাঠ ফাটা রোদ,
সারি সারি গাছ, কচি কচি পাতা,
কাঠ ফাটা রোদ দুত্তোরি ছাতা।
এ্যাঁকা বাঁকা পথ, নাকে কানে খত।
গরু উম, ভেড়া, ব অ, মোষ, ভ অ
গরু ভেড়া মোষ, কপালেরই দোষ।
কি করে বোঝাই তোদের গানেরই
গ জানি না আ আ আ।
ছেড়ে দেরে কেঁদে বাঁচি, বেসুরো সুর
মানি না।
কা আ আ, কা আ আ, কালো কালো কাক
খ্যাঁদা বোঁচা নাক, হাওয়া ফুরফুর
বুক দুর দুর,
টক নুন, ঝাল, নেই সুর তাল।
লুচির ওপর পড়ে ডাল,
বামুন নাচে তালে তাল
দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি হাতে
লুচির ওপর পড়ে ডাল বামুন নাচে তালে তাল
দে দই, দে-দই পাতে ওরে ব্যাটা হাঁড়ি হাতে
হাতে হাতে, তারপর তারপর কি গা: হ্যায়,
হ্যাগা গুলিয়ে যাচ্ছে গো, হাঁ,
আইয়োয়ো রি রি
রিরি রিরি রিরিরি রিরি রিরি রিরি রিরি,
রিরি, রিরিরি।
বোকা বোকা লোক; ড্যাব ড্যাবে :: চোখ
প্রাণ আই চাই, মরে গেছি ভাই
বোকা বোবা লোক, ড্যাব ড্যাবে চোখ
প্রাণ আই চাই, মরে গেছি ভাই,
রেগে আমি টং
সেজেছি সং সিং পং পং, কিং কং কং,
অ্যাঁ অ্যাঁ।
কি করে বোঝাই তোদের গানেরই
গ জানি না

হ্যাঁ হা, একি হল : একি হল :
আর ম্যানেজ করতে পারছি না,
হারানো সুর যে।
কি করে বোঝাই তোদের গানেরই
গ জানি না, আ আ আ
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,
বেসুরো সুর মানি না।
আইয়োয়ো রিরি।
রিরি, রিরি, রিরিরি, রিরি, রিরি, রিরি,
রিরি, রিরি, রিরিরি।
উ হ্যাব্যাস, সব শেষ
স - ব শে ষ, গাঁও॥

৫

যদি তোমার চোখে আকাশ নীলে,
মন পাই মন হারিয়ে ফেলে
ম ন্দ কি : বরং দুজন কোথাও দূরে
হারিয়ে গেলে
মন্দ কি :
তোমার চোখের আকাশ নীলে মন পাই মন
হারিয়ে ফেলে মন্দকি :
বরং দুজন কোথাও দূরে
হারিয়ে ফেলে মন্দ কি :
তুমি আমার স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি যে,
চোখে চোখে হলই শুভ দৃষ্টি যে
তুমি আমার স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি যে,
চোখে চোখে হলই শুভ দৃষ্টি যে
তাইতো বাতাস দিল গানে ঝড় কি :
তোমার চোখের আকাশ নীলে মন পাই মন
হারিয়ে ফেলে মন্দ কি, বরং দুজন কোথাও দূরে
হারিয়ে গেলে মন্দ কি

ও ও, ও ও
তোমারই ঐ সাগর নীলে
আমার নদী যায় যে মিলে
আ, গানের ভাষা ভালবাসায়
আমায় তুমি ভরিয়ে দিলে।
ছিলাম আমি তোমার ধ্যানে মগ্ন যে,
এলো যে আজ তোমায় পাবার লগ্ন-যে
ছিলাম আমি তোমার ধ্যানে মগ্ন যে,

এলো যে আজ তোমায় পাবায় লগ্ন যে
তাইতো ফুলে জাগে মধুর গন্ধ কি ?
লজ্জা ভুলে একটু আরো কাছে এলে মন্দ কি ?
তোমার চোখের আকাশ নীলে, মন পাই মন
হারিয়ে ফেলে মন্দ কি ?
বরং দুজন কোথাও দূরে
হারিয়ে গেলে মন্দ কি ?
আ আ হু হু হু

৬

তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা
তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা।
বিনিময়ে চাই তোমাদের
প্রশংসা আর ভালবাসা
তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা।
এতদিন তানপুরাটার যে তারগুলো নীরব ছিল
কে যেন আজ তারগুলোকে
নতুন সুরে জাগিয়ে দিল
প্রাণে যে সুর লাগিয়ে দিল,
প্রাণে যে সুর লাগিয়ে দিল
গানই আমার জীবন ওগো,
গানই আমার কাঁদা হাসা
তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা॥
তোমাদের এ গান শুনে একটু যদি ভাল লাগে
তোমাদের এ গান শুনে একটু যদি ভাল লাগে
তবে হবো ধন্য আমি।
তোমাদের প্রশংসারই চেয়ে
ওগো কিছুইতো আর নয় কো দামী।

এ হৃদয় ভালবাসার গানেরই এক স্বরলিপি
এ হৃদয় ভালবাসার গানেরই এক স্বরলিপি
জীবনেরই বাঁশীতে - যে - এ গান
আমি বাজিয়ে যাবো
সুরে যে মন সাজিয়ে যাবো,
সুরে যে মন সাজিয়ে যাবো
এ গান আমার ফুলের কানে,
ভ্রমরেরই প্রাণের ভাষা
তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা
বিনিময়ে চাই তোমাদের
প্রশংসা আর ভালবাসা
তোমাদের আসরে আজ
এইতো প্রথম গাইতে আসা।

এস, বি, ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত
মুদ্রনে : ব্লু-ষ্টার –১৮-সি. এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন